



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1167 - 1171

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সমকালীন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল নারীবাদ

শর্মিষ্ঠা অধিকারী

এম. এ (দর্শন)

Email ID: rupsa52@gmail.com

 0009-0009-0013-9532

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Feminism,
Sexism,
Patriarchy,
Phallocentrism,
Feminist
movement, Post
modernism,
Empowerment.

Abstract

Today, feminism is a topic everyone to think about, regardless of gender. With the rapid change in the world of women is also amazing. The entire world is now acknowledging the equality of women and men, denying the importance of the difference between men and women in the economic, political and social spheres. Feminism does not believe in gender inequality. Feminism has made both men and women aware of gender inequality in society, the oppression and abuse of women, etc. Three schools of thought are at the root of this inequality (i) Sexism, (ii) Patriarchy and (iii) Phallocentrism. Various differences between women in the first and second waves of Feminism, such as class, power, state, educational aspects, were not highlighted. The third wave of feminism highlights this difference in women. The problems of different types of women are different. Feminism teaches women to identify with their own class, group, caste, race, power etc, and this identify includes self-confidence, self-esteem. Today feminism is equally importance in both struggle and intellectual thought. The purpose of the discussion of feminism in this article, in modern society picked up any report of woman's position is not easy.

Discussion

পৃথিবীর যেকোনো দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী; তবুও সমাজে আজও নিরন্তর লড়াই চলছে নারীদের সাম্য প্রতিষ্ঠার। সামাজিক কাজকর্ম, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, রাজনৈতিক জগত - প্রতিটি স্থানেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর অবদান থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই নারীর কাজ হয়ে ওঠে 'Shadow Work'.

নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত জৈবিকভেদে অনস্বীকার্য। নারীবাদীরা সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গভেদের বিরোধী। তাদের বিরোধিতা পুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

নারী-পুরুষ ভেদে স্তরবিন্যাসের বিষয়টি সমাজে আবহমানকাল ধরে বর্তমান। সমাজে সাধারণত মহিলাদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, অবিচার যেন নিত্যন্তই সাধারণ ঘটনা। সমাজ যেন নারী ও পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা করে।

‘পিতৃতান্ত্রিকতা’ যা প্রতিক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। এই আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পরিবারের চৌহদ্দিতে এবং এর বাহিরে শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্রের বিস্তৃত পরিসরে। বিশিষ্ট তাত্ত্বিক গের্ডা লার্নার ‘The Creation of Patriarchy’ (1986) গ্রন্থে বলেছেন পিতৃতন্ত্রের অধীনে পুরুষকে নারীর তুলনায় স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নিয়ন্ত্রনবাদী সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে।

“ ‘Sex’ অর্থাৎ জৈবিক লিঙ্গ এবং ‘Gender’ বা সামাজিক লিঙ্গ।”

এই দুই ধারণাকে আলাদা করে চিহ্নিত করাই হল নারীবাদী তত্ত্বের প্রধান সূত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। জন্ম মুহূর্তে মানুষ শারীরিক যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় ঠিকই, কিন্তু তার জন্য সে নারী বা পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয় না; সমাজে বাস করতে করতেই সে ক্রমে ক্রমে সামাজিক অর্থে নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠে সামাজিক অর্থে। এই জন্যই নারীবাদীরা ‘Gender’ শব্দটিকে বলেছেন ‘সামাজিক নির্মাণ’। নারীর ভূমিকায় এই সামাজিক নির্মাণ মনে করায় বিখ্যাত ফরাসি নারীবাদী তাত্ত্বিক Simone De Bouvoir এর লেখা “One is not born, but becomes a woman.”

ফরাসি অন্তিবাদী দার্শনিক Simone De Bouvoir এর লেখা ‘The Second Sex’ গ্রন্থটি নারীবাদী তত্ত্বের জগতে একটি মাইলফলক। তাঁর মতে, লিঙ্গ কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, এটি নির্মিত হয় সমাজের সাংস্কৃতির দ্বারা। বোভোয়ার নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্যগুলিকে মেনে নিলেও লিঙ্গ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে নারীর শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতি তার বিচ্ছিন্নতার (alienation) কারণ, কিন্তু এর জন্য নারী দায়ী নয়।

‘Feminism’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সমাজতত্ত্ববাদী চার্লস ফুরিয়ার। ইংরেজি ‘Feminism’ শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ ‘Feminisme’- থেকে; যার বাংলা অর্থ ‘নারীবাদ’। নারীবাদ হল সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এমন এক মতাদর্শ যার লক্ষ্য লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা করা। নারীবাদ জগতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ঘোর বিরোধী। সমাজে বর্তমান কাঠামো; ন্যায়-নীতি যেভাবে নারীকে অধীনস্থ ও হীন প্রতিপন্ন করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে নারীবাদ।

‘নারীবাদ’ বহুমুখী ধারণা, মতবাদ ও চিন্তার সমন্বয়। নারীবাদী চিন্তা গড়ে ওঠার পেছনে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন বিদ্যমান – (১) পুরুষের আধিপত্য কিভাবে গড়ে উঠলো? (২) পুরুষদের এই আধিপত্য কেন সর্বত্র এত গ্রহণযোগ্য? এবং (৩) এই আধিপত্যের অবসানের পথ কি? এই বিষয়গুলি নারীবাদী দর্শন বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে এবং উত্তর খুঁজে বেড়ায়।

নারী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার বিস্তারকে নারীর শৃঙ্খলা মোচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই পৃথিবীর জুড়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে যতরকম বাধা-বিঘ্ন ছিল সব অপসারণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ‘নারীবাদ’ শুধু সমতা ও মুক্তির জন্য আন্দোলন নয়, নারীবাদ হল নারীদের বিরুদ্ধে চলমান বৈষম্যের অবসানের জন্য প্রতিবাদ।

সমাজে নারীর প্রতি বিদ্বেষের মূলে তিনটি ভাবধারা বিদ্যমান^২ – (১) যৌনবিদ্বেষবাদ (Sexism) (২) পুরুষতন্ত্র (Patriarchy) এবং (৩) পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ (Phallogocentrism)।

প্রতিদিনের জীবনে নারীর প্রতি আচার ব্যবহার কথাবার্তা, মানসিকতা ইত্যাদির দ্বারা নারীর প্রতি বিদ্বেষই যৌনবিদ্বেষবাদ। এই যৌন বিদ্বেষই পুরুষতন্ত্রের পরিচায়ক। নারীর প্রতি করা যাবতীয় হয়রানি, অত্যাচার, নিপীড়ন, বধূ নির্যাতন – এ সবই যৌনবিদ্বেষের ফসল। পুরুষই সর্বময় কর্তা। এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় নারীর উপর অত্যাচারের মূলে থাকে অন্য এক নারী; যারা পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে, বা পুরুষতন্ত্রের সমর্থক। এই পুরুষতন্ত্রের সমর্থনই ‘পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ’। এর পেছনে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান এমনকি দর্শনেরও সমর্থন থাকে। ভাষার মধ্যে অসংখ্য বা বাক্যাংশ রয়েছে যা কেবল নারীদেরই অবমননা করে।

তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নারী বিদ্বেষের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হলেন অ্যারিস্টটল, যিনি নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যকে প্রকৃতির বিধান হিসেবে ব্যাখ্যা করেন –

“প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আত্মা দেহকে শাসন করে, মানুষ পশুকে শাসন করে, আর পুরুষ নারীকে শাসন করে।”^৩

ধর্মতত্ত্বেও পুরুষ প্রাধান্যের পরিচয় মেলে (বাইবেলে)। জীববিদ ডারউইন বিশ্বাস করতেন পুরুষরা নারীর তুলনায় উন্নত বুদ্ধির।

মধ্যযুগের নবজাগরণের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারীদের সমতার পশ্চাতে বিদ্যমান নারীবাদী আন্দোলন। নারী ও পুরুষের অসাম্যকে দূর করার জন্যই নারীবাদী আন্দোলনের উদ্ভব। ব্রিটিশ দার্শনিক ও চিন্তাবিদ Mary Wallstonecraft কে নারীবাদের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। তার মতাদর্শেই নারীবাদের প্রথম পর্বের সূচনা হয়; এরপর বিভিন্ন মতাদর্শের প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম তরঙ্গ : নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৯৬০-১৯৮০) - যা মূলত নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৮ সালে নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলসের কনভেনশনে নারী স্বাধীনতার পক্ষে ‘A Declaration Sentiments’ -এর খসড়া প্রস্তুত হয়। ‘প্রথম তরঙ্গ’ কথাটি প্রথম ইংরাজি ভাষায় ব্যবহার করেন মার্শা লিয়র।^৪ Mary Wallstonecraft এর মতাদর্শের অনুপ্রাণিত লুক্রেসিয়া মোট, এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন, লুসি স্টোন প্রমুখরা নারীর সার্বিক ভোটাধিকার দাবি করেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ : বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সূচনা হয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গের। যদিও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বেটি ফ্রিডানের ১৯৬৩ লেখা ‘The Feminine Mystique’ এর প্রকাশনার মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় তরঙ্গের শুরু।^৫ তাঁর মতে, - নারী প্রতিব্রতা স্ত্রী, সুগৃহিণী ও সুমাতার আদর্শের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। নারীকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি ‘National Organization for women’ (Now) গঠন করে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়কে অনেকাংশে সংজ্ঞায়িত করেছেন।^৬ ১৯৭১ সালে হেলেন পেভিডর গাওয়া ‘I am woman’ গানটির মধ্যে নারীর গতানুগতিক করণের (Gender stereotyping) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গে এই গানটি প্রায় জাতীয় সঙ্গীতে পরিনত হয়েছিল। এই পর্বের অন্যতম পরিচয়ক হলেন ফরাসি অস্তিবাদী দার্শনিক ‘Simone De Bouvier’ তাঁর লেখা ‘The Second Sex’ বইটি নারীবাদী চিন্তায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

তৃতীয় তরঙ্গ : নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সূচনা হয় ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে। নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সঠিক সীমানা নির্দেশ করা কঠিন। এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ধারণা হল ‘নারীশক্তি’ বা ‘Girl Power’। রেবেকা ওয়াকার কুইয়ার এবং অশ্বেতাঙ্গ নারীদের উপর অধিক দৃষ্টি দেবার জন্য প্রথম তৃতীয় তরঙ্গ শব্দটিকে ব্যবহার করেন। মার্কিন অধ্যাপিকা অনিতা হিল-এর যৌন হেনস্তার জন্য তাঁর ‘বস’ ক্লায়েন্স টমাস-এর প্রতি অভিযোগ করেন, টমাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। সিনেট জুডিসিয়ারী কমিটিতে ৭৪% পুরুষ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে টমাস নির্দোষ প্রমাণিত হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে নারীবাদের নির্মূল হয়নি। এই প্রতিক্রিয়ায় রেবেকা ওয়াকার ‘Becoming the Third wave’ এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; যেখানে তিনি বলেছিলেন ‘আমি উত্তর নারীবাদী নই, আমি তৃতীয় তরঙ্গ’। এই প্রকাশনার সাথে সাথে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ সামনে আসে। গ্লোবিয়া আনজালডুয়, অড্রে লোড্রে, চেরি মোগরা, মনিকা দাবে, ইনগার মিউসিও প্রমুখ তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ : তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীবাদী ভাবনা হল এই পর্বের মূল বৈশিষ্ট্য। নারীবাদের অন্য পর্যায়গুলিতে নারীবাদের সমস্যাগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করার অভাব ছিল; কিন্তু বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি নারীবাদকে সারা বিশ্বে সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে দিল। অর্থাৎ বলা যায়, “তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীদের ন্যায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ করাই এই পর্বের লক্ষ্য।” সাম্প্রতিককালে Mee Too এরূপ একটি সুদূরপ্রসারী আন্দোলন হিসাবে সামনে এসেছে।^৭

উদারনৈতিক নারীবাদ - নারীবাদের উদ্ভবের পশ্চাতে উদারনীতিবাদের একটি প্রভাব ছিল। উদারপন্থী নারীবাদে সূচনা ঘটে Mary Wiltstonecraft-এর ‘A vindication of the Rights of women’ - প্রবন্ধটির হাত ধরে।^৮ তাঁর

মতে, প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে নিম্নতর অবস্থানের নয়; শিক্ষিত নারী সর্বদাই পুরুষের সমকক্ষ। উদারপন্থী নারীবাদ সংবিধানিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিল। মার্কিন নারীবাদী এলিজাবেথ কেডি স্টানটন, সুসান এন্টনি প্রমুখ ছিলেন উদারনৈতিক নারীবাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব।

মার্কসীয় নারীবাদ : নারীবাদের অন্যতম একটি বৈচারিক দৃষ্টিকোণ হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদ নারীদের সামাজিক অবস্থান কিভাবে দেখে তা একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার বিষয়। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি হল দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ।^৯ দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির মূল বক্তব্য হল, পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল এবং কোন একরৈখিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নয় বরং বক্র জটিল এক দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসে। সাবেক মার্কসবাদে বলা হয়েছে, নারীর যে অধীনাবস্থা তা নিছক কিছু ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কর্মাবলীর পরিণাম নয়, তা পুঁজিবাদের এর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ফলশ্রুতি। মার্কসবাদের পরিভাষায় স্বামী যেন ‘বুর্জোয়া’ আর স্ত্রী ‘প্রোলেতারিয়েত’। মার্কসবাদে পুঁজিবাদী সমাজের সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের অংশ হিসেবেই নারী শোষণ ও বঞ্চনাকে বিচার করেছেন। মার্কসীয় নারীবাদীরা মনে করেন, নারী মুক্তির জন্য প্রয়োজন নারীর শ্রমের স্বীকৃতি। মার্কসীয় নারীবাদ নারীর দ্বৈত শোষণের বিষয়কে তুলে ধরে; নারী একদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা শোষিত, অন্যদিকে গৃহের অভ্যন্তরে শ্রমের মূল্য থেকে বঞ্চিত। মার্কসীয় নারীবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অগাস্ট বেবেল, রোজা লুক্সেমবার্গ, আলেকজান্দ্রা কলন্তাই ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ : এই ভাবধারায় নারীবাদ নারীর ব্যক্তি পরিসর ও গণ পরিসর উভয় ক্ষেত্রেই শোষণের অবসান ঘটিয়ে নারী মুক্তি চায়। নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। মার্কসীয় তত্ত্বে যে পুঁজিবাদের অবসানের মধ্য দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের অবসানের কথা বলা হয়েছে তা গৃহীত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদে। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ মনে করে পিতৃতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রে শোষণের অবসানের মধ্য দিয়ে নারী মুক্তির সম্ভব।

উত্তর আধুনিক নারীবাদ : উত্তর আধুনিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন জুডিথ বাটলার ও ডোনা হারওয়ে। বাটলার এর মতে ‘নারী’ একটি জটিল ও বিতর্কিত বর্গ। কোন একটি দৃষ্টিকোণ বা তত্ত্বের সাহায্যে তাই নারীর অবদমন বোঝা সম্ভব নয়। তাই নারীবাদী তাত্ত্বিকদের জৈবিক লিঙ্গ ও সাংস্কৃতির লিঙ্গের মধ্যে পৃথকীকরণও সঠিক নয়।

নারী সমস্যা কেন্দ্রিক নারীবাদ : নারীর ভিন্নতানুযায়ী সমস্যাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যে স্বতন্ত্র ধারার নারীবাদ গড়ে ওঠে, তা নারী সমস্যা কেন্দ্রিক নারীবাদ নামে পরিচিত। এরূপ নারীবাদ মনে করে নারী মুক্তিকে যথার্থ ভাবে ত্বরান্বিত করতে হলে নারীর নিজস্ব নারী ঘটিত সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত। এলিজাবেথ ওলজাস্ট, আইরিস ইয়াং প্রমুখ এই ধারার উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা।

পরিবেশ নারীবাদ : নারীবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল পরিবেশ নারীবাদ। ১৯৭৪ সালের ফ্রাঁসোয় দ্য অবন ‘ecofeminism’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।^{১০} তাঁর মতে, যে মানসিকতা নারীর অবদমন ও শোষণে সহায়তা করে সেই একই মানসিকতা প্রকৃতির অবদমন ও শোষণকেও সমর্থন করে। এইভাবে নারীবাদ ও পরিবেশবাদের এক মিলন ঘটায় পরিবেশবাদী নারীবাদ। বিশিষ্ট পরিবেশ নারীবাদী তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা বলেন যে, এই ধারায় নারীবাদের প্রধান লক্ষ্য হল ভূমির উৎপাদনশীলতা ও নারীর সক্রিয়তাকে সমাজ কিভাবে দেখে তার পূর্ণনির্মাণ।

যুগ বদলের সাথে সাথে সমাজে নারীদের অবস্থানের উত্তরণ ঘটেছে। নারী আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছে ক্ষমতায়ন দ্বারা; যা তার স্ব-অর্জিত। এককালের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বন্দী নারী আজ সমাজ সচেতন, আত্মসচেতন, স্ব-সহায্যে উদ্বুদ্ধ ও স্বতন্ত্র। আত্মবিশ্বাসে ভর করে সে আজ আকাশে উড়ান দিয়েছে; আমরা পেয়েছি মহিলা পাইলট। এতে বলা যায়, নারীকে প্রতিবাদের মাধ্যমে, আত্মবলে বলিয়ান হওয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠতে হবে আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী।

Reference:

১. বসু, রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট, ২০১৪, পৃ. ৬৫
২. পাল, সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬০
৩. তদেব, পৃ. ১৬১
৪. সরকার, স্বপ্না, নীতিবিদ্যা: ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৯৫
- ৫ পাল, সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬৫
৬. তদেব
৭. তদেব, পৃ. ১৬৮
৮. বসু, রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ৩৯
৯. তদেব, পৃ. ৪২
১০. তদেব, পৃ. ৫৫

Bibliography:

- Bagchi, Nandita. Beyond Patriarchy : A critique of western Mainstream Epistemology. 1ed, Progressive Publishers. 2012
- Mill. J. S, The Subjection of women, Forgotten Books, 1869/ 2008
- বসু, রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ২০১৪
- মণ্ডল, মলয়, নারীবাদ তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স. সেপ্টেম্বর ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা ও দাশগুপ্ত সঙ্ঘমিত্রা, নারীবাদ, ইতিহাস তত্ত্ব দর্শন ও আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০২৩
- পাল, সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতিশাস্ত্র, লেভান্ত বুকস কলকাতা, ২০২১